EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

অ্যামচ্যামের মাসিক মধ্যাহ্নভোজ সভায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা

ঢাকা, ২১ শে মে -- বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ ঢাকা শেরাটন হোটেলে বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের মাসিক মধ্যাহ্নভোজ সভায় নিম্মোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

শুভ অপরাহ্ন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এরশাদ ও গফুর আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদেরসহ বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সদস্য ও অতিথিবৃন্দকে আমার শুভেচ্ছা। আমার প্রথম অ্যামচ্যামের মধ্যাহ্নভোজ উপলক্ষে আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত।

এই দেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও কৃতিত্বের আমি প্রশংসা করি। এই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার রয়েছে উচ্চাশা। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া এই দেশটি বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে অবস্থিত। পরিপূর্ণ সম্ভাবনার দুয়ারে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশকে সক্ষম করে তুলতে আরো অনেক কাজ বাকি আছে।

গতমাসে এখানে পৌঁছুনোর পর থেকে আমি কিছু বিষয়ে জোর দিয়ে আসছি। আমার মতে, আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখ্যান করা। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু একটি চ্যালেঞ্জ তিনটি লক্ষ্যকেই বাধাগ্রস্ত করছে। সেই চ্যালেঞ্জটি হল দুর্নীতি। আর আজ আমি এ বিষয়েই কথা বলব।

দুর্নীতি গণতন্ত্রের শত্রু। কারণ এর ফলে মানুষের পছন্দের সুযোগ বিনষ্ট হয় এবং মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা আসে। দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুফল অন্যদিকে চলে যায় এবং যাদের সবচেয়ে কম প্রয়োজন তারাই এর ফল ভোগ করে। সন্ত্রাসীরা জনগণের সমর্থন হারিয়ে ফেললেও দুর্নীতি তাদেরকে অন্যভাবে সমর্থন জোগাড় করার সুযোগ করে দেয়। দুর্নীতি হল ক্যান্সারের ন্যায় দুষ্টব্যাধি যা একটি জাতির অত্যাবশ্যক অঙ্গগুলোকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলে।

এক অনুমিত হিসাবে দেখা গেছে, বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে জিডিপি'তে ক্ষতির পরিমাণ দুই থেকে তিন শতাংশ। এই সংখ্যার পরিমাণ প্রতিবছর প্রায় ২০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ স্কুলে তহবিল জোগানোর জন্য

২০০ কোটি ডলার ব্যবহার করা যাবে না। অথবা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি ডলার পাওয়া যাবে না। কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে বা কৃষি গবেষণায় বা স্বাস্থ্যসেবায় ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা যাবে না।

দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি মহামারির মত সমস্যা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশকে বার্ষিক 'দুর্নীতি ধারণা সূচক'-এ সর্বনিম্ন দেশ হিসেবে স্থান দিয়েছে। যদিও গত কয়েক বছরে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবুও বাংলাদেশের অবস্থান এখনও অনেক নিচে।

আমি মনে করি এই রুমে আপনাদের সবাই একমত হবেন যে দুর্নীতি একটা খারাপ জিনিস। আপনারা সবাই স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এটি একটি আঘাত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এটি একটি প্রতিবন্ধক। কিন্তু আপনাদের কেউ কেউ হয়ত একে অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছেন; ধরেই নিয়েছেন যে এই দেশে ব্যবসা করার জন্য এটি নিয়ত এক ব্যাপার, যার পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এভাবে চিন্তা না করার জন্য আমি আপনাদের আহবান জানাই। দুর্নীতি দূর করা অবশ্যই সহজ কাজ নয়, কিন্তু এটি করা সম্ভব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশ একা নয়। প্রত্যেক দেশেই এই সমস্যা বিদ্যমান। আমার নিজের দেশসহ কিছু দেশ তো দুর্নীতির কবলে পড়ে অনেক কঠিন সময় পার করেছে। একসময় যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ছিল। সরকার ও ব্যবসায়ীরা যোগসাজশ করে সরকারি প্রকল্পের টাকা সাবাড় করত, রাস্তাঘাট উন্নয়নের টাকা যেত রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের পকেটে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কারচুপি ছিল সাধারণ ব্যাপার। আর সরকারের জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতিও একবারে অপরিচিত বিষয় ছিল না। অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে, বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নিউ ইয়র্কের মত শহরেও জনসেবা নিম্নমানের হয়ে পড়ে, অবকাঠামো নাজুক হয়ে পড়ে। সাবওয়ে সিস্টেমের মত নতুন অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ বছরের পর বছর বিলম্বিত হয়।

স্বাধীন সাংবাদিকতার কঠোর প্রচেষ্টায় জনগণকে তা অবহিত করায় আমেরিকায় আর্থিক দুর্নীতির অবসান ঘটে। জনগণের মনোভাব পরিবর্তনের কারণে রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও নিজেদের কর্মকাণ্ড শুধরে নিতে বাধ্য হয়। শেষপর্যন্ত দুর্নীতি-বিরোধী আইন প্রণয়নসহ নানারকম সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সাম্প্রতিক আরেকটি উদাহরণ হল হংকং। ঊনিশশ' ষাটের দশকে হংকং-কে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শহরগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা হত। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে সংগঠিত অপরাধীগোষ্ঠীসমূহের ছিল দারুণ সখ্যতা। চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হত। ১৯৭৪ সালে হংকং প্রতিষ্ঠা করে 'দুর্নীতি বিরোধী স্বাধীন কমিশন' বা আইসিএসি। এই কমিশন দুর্নীতি মোকাবেলায় সর্বাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করে। সেসময় কেউ বিশ্বাস করেনি যে, আইসিএসি'র পক্ষে এই বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। লোকজন এটিকে নিয়ে তামাশা করত। তারা বলত আইসিএসি'র পূর্ণরূপ হল 'আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ক্যাশ' অর্থাৎ 'আমি নগদ টাকা গ্রহণ করি'। তারা আশঙ্কা করেছিল আইসিএসি হবে আরেকটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান।

আইসিএসি ত্রিমুখী কৌশল গ্রহণ করে: নিবারণ, প্রতিরোধ ও শিক্ষা। জনগণের আস্থা অর্জনের উদ্যেশ্যে এবং আইসিএসি'র কার্যকারিতা তুলে ধরার জন্য দুর্নীতি-বিরোধী আইনপ্রয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করা হয়। আরো

বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতিবাজদের অপতৎপরতার সুযোগ বন্ধ করে দিতে ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা হংকংয়ের জনপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কার সাধন করেন। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি-বিরোধী নৈতিকতার বিষয়গুলো চালু করা হয়। ব্যাপক সংশয় ও জল্পনা কাটিয়ে উঠে আইসিএসি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের মধ্যে প্রকাশ্য দুর্নীতির অনেকখানিই দূর করতে সক্ষম হয় এবং জনগণের মনোভাবেও পরিবর্তন আসে। সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা যায়, হংকংয়ের অধিবাসীরা আইসিএসি'র প্রতিষ্ঠাকে হংকংয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশটি ঘটনার অন্যতম বলে উল্লেখ করে।

বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন করতে চাইলে সরকার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, আইনজীবী সম্প্রদায় ও সুশীল সমাজের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষ একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করতে হবে। কোনো একটি সেক্টরের মানুষ এককভাবে দুর্নীতি দমন করতে পারবে না; দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেক ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের নেতাকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পরিত্রাণ পাওয়ার সংস্কৃতি অবশ্যই দূর করতে হবে। দুর্নীতি করলে মানুষকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে; তা না হলে পরিবর্তন আসবে না। অতীতের কর্মকাণ্ডও চিহ্নিত করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন তা ন্যায্য ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। দুর্নীতি-বিরোধী প্রচেষ্টা জনগণের সমর্থন পাবে না যদি না জনগণ নিজেরা দেখে কিভাবে দুর্নীতি মোকাবেলা করা হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া বোঝে।

দুর্নীতি-বিরোধী প্রচেষ্টা কার্যকর হতে হলে অবশ্যই জনগণের সমর্থন লাগবে। জনগণকে বুঝতে হবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের মূল্য কি। কেউ কেউ দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে। তারা এটাকে খারাপ বলে মনে করে না। ঘুষ দেওয়া কর দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং সুনাগরিকরা কর প্রদান করেন। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষা জরুরি। হংকংয়ের সফলতার অন্যতম বড় উপাদান ছিল শিক্ষা। কোমল শৈশব থেকেই শিশুরা দুর্নীতির ভয়াবহতা ও অন্যায় সম্পর্কে স্কুলে শেখে।

নাগরিকদের দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখতে হবে। আইনপ্রয়োগ প্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে যাতে করে উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা ও কার্যকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে। জনগণ অবশ্যই খেয়াল করবে যে এসব প্রচেষ্টায় কাজ হচ্ছে। তাহলে সাধারণ নাগরিকরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অংশগ্রহণে ক্ষমতা লাভ করবে। কোন ব্যক্তি যদি কোথাও দুর্নীতি দেখতে পায় তাহলে সে যেন প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার ভয়ভীতি ছাড়াই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে -- তার মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিভিল সার্ভিসে সংস্কার অতিগুরুত্বপূর্ণ, আর এজন্য মানব সম্পদে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সিভিল সার্ভেন্টরা শক্তিশালী অবস্থানে আছেন, কিন্তু এরপরও অনেকেই অনানুষ্ঠানিক উপায়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মনে করেন। দায়িত্ব পালন করার জন্য অনেক সরকারি কর্মচারীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই। তাই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি যাতে

উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করা হয়। ভালো বেতনভোগী ও উচ্চ পেশাদার সিভিল সার্ভিস কর্মীরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবন্ধক।

একটি আইনি পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্নীতি-দমন আইন অবশ্যই যথেষ্ট ও কার্যকর হতে হবে। একই সাথে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এর কার্যকর প্রয়োগে ভারসাম্য বজায় রাখাও জরুরি। দুর্নীতিবাজ অপরাধীদের কার্যকরী বিচার করার পাশাপাশি নির্দোষ ব্যক্তিদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

অগণিত মেধাবী জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ হচ্ছে একটি গতিশীল দেশ। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদাররা এটি জানে। তারা আগ্রহ নিয়ে গত ২০ বছরে বাংলাদেশের চমৎকার প্রবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেছে। আমদানি এবং রপ্তানিকারী একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কত মূল্যবান একটি বাজার হতে পারে তা আপনারা সবাই জানেন। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং এর ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট সম্ভাব্য রপ্তানিকারক ও বিনিয়োগকারীদের কাছে কিছুটা কঠিন চ্যালেঞ্জ বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে দুর্নীতিই তাদেরকে ভীত করে তোলে। পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য দুর্নীতিই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অন্তরায়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু, আর এক্ষেত্রে সমাজের সকল খাতে আমাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখবো। সংসদীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নাগরিক পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ উদ্যোগ, আইনি সংস্কার, এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা -- এসব সংস্থা ও উদ্যোগকে সহায়তা দিতে ইউএসএআইডি দুর্নীতি-বিরোধী একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ একটি নির্বাচিত সরকারে ফেরার পাশাপাশি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রতিক সংস্কারসমূহকে নতুন নেতৃত্ব সম্মান জানাবে। আমি কামনা করি আগামী বছরগুলোতে এই সংস্কারের চেতনা জাগ্রত থাকুক। আমি আপনাদের সবাইকে আহবান করি, নতুন উপায় অনুসন্ধান করে এই দেশকে সম্ভবপর সর্বোত্তম রূপদানে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করে যান।

==========

** বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই বক্তৃতার ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*